16 FEB

পরীক্ষা আছে, পাঠদান নেই!

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

তুহিন ওয়াদুদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে প্রায় ২১ লাখ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। সেশনজট কমানোর লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯২ সালে বিশেষায়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের সবচেয়ে বেশি সেশনজটের শিকারে পরিণত হয়েছে এখানকার শিক্ষার্থীরা। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর সেশনজট দূর করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বড় বড় কলেজকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে দেওয়ার কথাবার্তা চলছিল। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেশনজট কমাতে 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' শিক্ষার্থীদের বিপাকে ফেলেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের দুটি, স্নাতক (পাস) শ্রেণির তিনটি, স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির চারটি, স্নাতকোত্তর পূর্বভাগ একটি এবং শেষভাগের একটিসহ মোট ১১টি ব্যাচ থাকার কথা থাকলেও ব্যাচ আছে প্রায় ১৬টি। শিক্ষকেরা শুধু পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। প্রাক্-নির্বাচনী, ইনকোর্স, ফাইনাল পরীক্ষাসহ একেকটি বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের মোট পরীক্ষা থাকে প্রায় ২৫০টি। এ ছাড়া স্নাতক (পাস) ও উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষা থাকে আরও প্রায় ১৩০টি।

ফলে প্রায় প্রতি কার্যদিবসে গড়ে দুটি করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আবার যে কয়েক দিন কলেজে ক্লাস নেওয়ার মতো সময় থাকে, তখন একই সঙ্গে ১৫টি ব্যাচের ক্লাস নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং শ্রেণিকক্ষ কোনোটাই নেই কলেজগুলোর।

যখন ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু ছিল না, তখনই বছরে ৬০-৭০ দিন ক্লাসের সুযোগ পেত এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা। অনেক কলেজে তা-ও হতো না। আর 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' পাঠদানপ্রক্রিয়া প্রায় তুলে দিয়েছে। কয়েক দিন আগে দিনাজপুর সরকারি কলেজের এক শিক্ষক বলছিলেন, 'কত দিন থেকে ক্লাস নিই না তা ভুলেই গেছি। তবে পরীক্ষা নিতে হয় প্রতিদিনই।' অনেক শিক্ষক নিজেদের নাম ব্যবহার করে অব্যবস্থাপনার কথা বলতেও চান না। বদলি-শাস্তিভীতি আছে তাঁদের।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা আয় করে। কিন্তু সেই টাকা কলেজের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় না। কলেজগুলোর বিভাগীয় কার্যালয়ে কোনো কর্মচারী দেওয়া হয়নি। এমনকি সেখানে কোনো করণিকও নেই। ফলে করণিকের সব কাজ করতে হয় শিক্ষকদের। এতে করে শিক্ষকেরা চাইলেও যে কয়েক দিন ক্লাসের জন্য পান, সেই দিন কটিতেও প্রচুর কাজের চাপে ক্লাস নিতে পারেন না। এতে করে শিক্ষার্থীরাও ক্লাসের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা শিখছে প্রাইভেট পড়ে।

সেশনজট কমানোর জন্য অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার আগেই এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পর দেশের অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হয়েছে। এতে অন্তত ১৫ হাজার শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাতিল করে চলে গেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে ১৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর সুযোগ পেয়েছে। প্রতি শিক্ষার্থীর ভর্তিতে প্রয়োজন হয় প্রায় ৩ হাজার টাকা। এই ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাতিল করতে জনপ্রতি ১ হাজার টাকা দিতে হয়। এতে করে ১৫ হাজার শিক্ষার্থী যদি নতুন করে ভর্তি হয় তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত আয় প্রায় ৬ কোটি টাকা। নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন অনেক অভিভাবক নতুন করে টাকা সংগ্রহ করতে পারে না বলে তাকে হয়তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আগে পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি করছে, তা অমানবিক।

> জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সাধুবাদ পাওয়ার মতো উদ্যোগ হলেও শুভংকরের ফাঁকিতে তার পরিণতি মোটেও ভালো নয়। বেশি পরীক্ষা হলে বেশি আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে—এ কারণেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধিকসংখ্যক পরীক্ষা গ্রহণে আগ্রহী কি না, সেটাও ভাবার বিষয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ক্লাস হওয়ার কথা ২২৫ দিন, স্নাতক (পাস) ১৯৫ দিন, এম এ পূর্ব ভাগ ১৯৫ দিন, এমএ শেষ ভাগ ২১০ দিন। কিন্তু একাডেমিক ক্যালেন্ডারে এ হিসাব দেখানো হলেও ওই একাডেমিক ক্যালেন্ডারেই ক্লাস হওয়ার যে সময় দেখানো হয়েছে, তা কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়। কাজির গরুর মতোই কেতাবে পাওয়া যাচ্ছে, বাস্তবে নয়। স্নাতকে কোনো কোনো বর্ষের সময় দেওয়া হয়েছে আট মাস, কোনো বর্ষের সময় দেওয়া হয়েছে ছয়-সাড়ে ছয় মাস। যেমন: ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় বর্ষের ক্লাসের সময় দেওয়া হয়েছিল ২০১৬ সালে জুন মাস থেকে ডিসেম্বর মাস। এ সাত মাসে শুক্রবার ৩০ দিন। দুই ঈদে ছুটি প্রায় ১ মাস, শীতকালীন ছুটিও প্রায় ১৫ দিন। আরও পরীক্ষা চলেছে অন্তত ২ মাস। অবশিষ্ট সময় ৯০ দিন। এই ৯০ দিনও ক্লাস নিয়মিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। অথচ একাডেমিক ক্যালেন্ডারে উল্লেখ আছে ক্লাস হতে হবে ২২৫ দিন।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের যে পাঠক্রম, তা মাত্র কয়েকটি ক্লাসেই শেষ হওয়ার মতো নয়। ফলে শিক্ষকেরাও উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময়ে সেই সহানুভূতি নিয়েই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। যোগ্যতা যেমনই হোক উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথমে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে শক্ত পাঠক্রম তাদের তুলে দেওয়া হলো। ক্লাস ঠিকমতো নেওয়া হলো না বলে বিশেষ বিবেচনায় পাস করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পাস করছে, তারা কোন সমাজ বিনির্মাণ করবে?

এ অবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সাধুবাদ পাওয়ার মতো উদ্যোগ হলেও শুভংকরের ফাঁকিতে তার পরিণতি মোটেও ভালো নয়। বেশি পরীক্ষা হলে বেশি আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে—এ কারণেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধিকসংখ্যক পরীক্ষা গ্রহণে আগ্রহী কি না, সেটাও ভাবার বিষয়। সেশনজট দূর করতেই হবে। এর বিকল্প নেই। তাই বলে পড়ানো হোক আর না-ই হোক, শুধু পরীক্ষা নিতে হবে, তা-ও ভালো কোনো কথা নয়। প্রয়োজনে শিক্ষকদের বাড়তি ক্লাসের জন্য বাড়তি সম্মানী দিয়ে দুই শিফটে শিক্ষাদান শুরু করা প্রয়োজন ছিল। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে এ পদ্ধতি আছে।

● **তুহিন ওয়াদুদ**: শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
wadudtuhin@gmail.com